নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৯০০/১৯৯৫

চান মিয়া ও অন্য

---- আসামী-দরখাস্তকারীদ্বয়।

-বনাম-

রাষ্ট্র

-------প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট উপস্থিত নাই

--- আসামী-দরখাস্তকারীদ্বয় পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে

শুনানী এবং রায় প্রদানের তারিখঃ

০৯.০২.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৩য় আদালত, ময়মনসিংহ কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-৪০/১৯৯৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৪.০৭.৯৫ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র রিভিশন।

দরখাস্তকারীগণ পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট অনুপস্থিত।

অপরদিকে রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত ও নথী পর্যালোচনা করলাম। বিজ্ঞ ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় প্রথম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, ময়মনসিংহ কর্তৃক সি. আর. মামলা নং-১৬/১৯৯৩-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৬.০৫.১৯৯৪ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

বাদী পক্ষের মামলাঃ- বাদীপক্ষের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরন

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এই যে, ১নং আসামী সুরুজ আলীর সহিত বাদিনীর অনুমান ১০ (দশ) বছর পূর্বে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। বিবাহ মজলিসে নালিশী দরখাস্তে বর্নিত ৪নং আসামী মিনু বেগম ব্যতিত ১-৩নং আসামীগণ বাদীপক্ষের নিকট নগদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা যৌতুক দাবী করে এবং সময় সুযোগ মত উক্ত দাবী মিটানোর প্রতিশ্রুতিতে বিবাহ সম্পন্ন হয় বলে দরখাস্তে উল্লেখ করা হয়। নালিশী দরখাস্তে আরো উল্লেখ করা হয় যে, উল্লেখিত যৌতুকের দাবীতে ২-৪নং আসামী ও সহায়তা করেছে ও প্ররোচনা দিয়েছে। বাদিনী তার দরখাস্তে আরো উল্লেখ করেন যে, ঘটনার দিন অর্থাৎ ২২.০১.১৯৯৩ ইং অনুমান বিকাল ৩.০০ ঘটিকার সময় ১-৩নং আসামীগণ বাদিনীর পিত্রালয়ে এসে উঠানে দাড়িয়ে বলে যে, ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে যৌতুক বাবদ ১০,০০০/- টাকা নগদ প্রদান করা না হলে বাদিনীকে নিবেনা এবং তালাক দেয়া হবে। অন্যান্য আসামীগণের হুকুমে ১নং আসামী বাদিনীকে দীর্ঘদিন থেকে তার পিত্রালয়ে ফেলে রেখেছে বলেও দরখাস্তে উল্লেখ করা হয়। বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমানের জন্য বাদিনীসহ মোট ০৩ (তিন) জন সাক্ষীকে আদালতে হাজির করে। আসামী পক্ষের মামলাও অভিযোগ গ্রহন (কাটা) নথি পর্যালোচনা করে এবং উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলীর বিস্তারিত বক্তব্য শুনে আসামী (১) সুরুজ আলীর বিরুদ্ধে যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ এর ৪ ধারায় এবং (২) চান মিয়া ও (৩) বন্দেজ আলীর বিরুদ্ধে একই আইনের ৩ ধারা মতে অভিযোগ গঠন করা হয়। ৪নং আসামী মিনু বেগমের বিরুদ্ধে অভিযোগ আমলেই নেয়া হয়নি। অভিযোগ আসামীদের পড়ে শুনালে তারা নিজেদের নির্দোষ দাবী করে ও সুবিচার চায়। বাদীপক্ষের মামলার জবাবে আসামীগণের বক্তব্য জানা যায়নি। আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের পরে তারা পলাতক থাকায় এবং ফৌঃ কাঃ বিঃ ৩৩৯বি(২) ধারা মতে মামলার বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করায় আসামীগণ বাদীপক্ষের সাক্ষীদের জেরা করার সুযোগ পাইনি এবং একারনে বাদী পক্ষের মামলার জবাবে আসামীদের বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি। ***মামলার বিবেচ্য বিষয়াদিঃ*** *(ক) কথিত ঘটনার তারিখে অর্থাৎ ২২.০১.১৯৯৩ ইং আসামী (১) সুরুজ আলী বাদিনীর পিত্রালয়ে এসে বাদী পক্ষের নিকট যৌতুক বাবদ ১০,০০০/- টাকা দাবী করেছিল কিনা?* *(খ) ২-৩নং আসামী ১নং আসামীর সহিত উল্লেখিত তারিখে*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		বাদিনীর পিত্রালয়ে এসে ১নং আসামীকে উল্লেখিত যৌতুক দাবী করতে প্ররোচিত করেছিল কিনা? এবং *(গ) বাদীপক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে কিনা?* ***<u>সাক্ষ্য পর্যালোচনা</u>*** *বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষী ও বাদিনী মনোয়ারা বেগম তার জবানবন্দিতে বলেন যে, আসামী সুরুজের সহিত অনুমান ১০/১২ বছর পূর্বে তার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং বিবাহের সময় ১-৩নং আসামীগণ তার পিতার নিকট থেকে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা যৌতুক দাবী করে এবং বিবাহ ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকায় তার পিতা পরে এই টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়। তিনি বলেন যে, বিবাহের পর থেকেই আসামীরা যৌতুক চায়। তিনি তার জবানবন্দিতে আরো বলেন যে, ১৩৯৯ সালের ০৯ই মাঘ ১-৩নং আসামীগণ তার পিতার বাড়ীতে এসে বলে যে, ১০,০০০/- টাকা যৌতুক না দিলে তাকে ছেড়ে দিবে। বাদিনী তার দাখিলমতে নালিশী দরখাস্ত (প্র- ১) এবং দরখাস্তে তার টিপসহি (প্র- ১/১) আদালতে সনাক্ত করে। ২নং সাক্ষী লেবু মিয়া তার জবানবন্দিতে বলেন যে, বাদিনীর সহিত আসামী সুরুজের ১০/১২ বছর পূর্বে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এবং বিবাহের সময় ১-৩নং আসামীগণ ১০,০০০/- টাকা যৌতুক চায়। তিনি আরো বলেন যে, এই টাকা দিতে না পারায় সুরুজ (আসামী) বাদিনীকে অত্যাচার করতো। তিনি উল্লেখ করেন যে, ৯ই মাঘ ১৩৯৯ সাল বিকাল ৩.০০ টায় আসামী (১) সুরুজ (২) চান মিয়া ও (৩) বন্দেজ আলী তাদের বাড়ীতে এসে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে পুনরায় ১০,০০০/- টাকা যৌতুক দাবী করে এবং না দিলে বাদিনীকে তালাকের হুমকি দেয়। বাদিনী তার সহোদর বোন বলেও তিনি সাক্ষ্যে বর্ণনা করেন। বাদী পক্ষের ৩নং ও সর্বশেষ সাক্ষী অছিম উদ্দিন সরকার তার সাক্ষ্যে বলেন যে, আসামী সুরুজ আলী বাদিনীর স্বামী এবং বিবাহের সময় আসামীরা ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা যৌতুক চায়। তিনি বলেন যে, এই টাকা দিতে বাদিনীর পিতা অস্বীকৃতি জানালে ও বিবাহ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হলে বাদিনীর পিতা এই টাকা দিতে চায়। তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৩৯৯ সনের ৯ই মাঘ বেলা অনুমান ৩.০০ টায় আসামী সুরুজ, চান মিয়া ও বন্দেজ আলী বাদিনীর পিত্রালয়ে এসে পুনরায় ৭ দিনের মধ্যে ১০,০০০/- টাকা যৌতুক দাবী করে। বাদিনী বর্তমানে তার পিতার*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাড়ীতে আছে বলেও তিনি জবানবন্দিতে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য যে, আসামীদের অনুপস্থিতিতে বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় আসামীগণ কোন সাক্ষীকেই জেরা করার সুযোগ পাননি।

সাক্ষ্য পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহন

বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমানের জন্য বাদিনীসহ মোট ০৩ (তিন) জন সাক্ষীকে আদালতে উপস্থাপন করেন। ১নং সাক্ষী এই মামলার বাদিনীতার নালিশী দরখাস্তে পুরোপুরি সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করেন। নালিশী দরখাস্তের ঘটনাকে সমর্থন করে তিনি বলেন যে, ঘটনার তারিখে আসামীগন তার (বাদিনীর) পিত্রালয়ে আসেন এবং যৌতুক বাবদ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা দাবী করেন এবং ৭ (সাত) দিনের মধ্যে টাকা দিতে অসমর্থ হলে বাদিনীকে ছেড়ে দেয়ার হুমকি দেন। বিবাহের সময় ও তারা ১০,০০০/- টাকা যৌতুক দাবী করে বলে তিনি সাক্ষ্যে উল্লেখ করেন। ২ ও ৩নং সাক্ষী তাদের স্ব-স্ব জবানবন্দিতে বাদিনীর জবানবন্দি ও তার নালিশী দরখাস্তকে পুরোপুরি সমর্থন করে সাক্ষ্য প্রদান করেন। এমতাবস্থায় আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রমানিত হয়। তদুপরি আসামীদের জামিনে গিয়ে পলাতক থাকায় এবং তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার মোকাবিলা করার মত সৎ সাহস না থাকায় এবং সর্বোপরি দেশের প্রচলিত বিচার ব্যবস্থায় প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে আদালতে অনুপস্থিত থাকায় তাদের অপরাধ প্রমানই প্রকাশ পায় এবং এটা তাদের ''দুষ্টমন'' এর পরিচয় বহন করে।

সিদ্ধান্ত

নথি পর্যালোচনা করে সাক্ষীদের জবানবন্দি বিশ্লেষন করে ও বিজ্ঞ কৌশুলীর যুক্তিতর্ক শুনে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে, বাদীপক্ষ আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে।

সুতরাং আদেশ দিলাম যেঃ-

আদেশ

অত্র মামলার সকল আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করলাম এবং তাদেরকে অর্থাৎ আসামী (১) সুরুজ আলীকে এর বিরুদ্ধে আনীত ''যৌতুক নিরোধ আইন'' ১৯৮০ এর ৪ ধারার অভিযোগ প্রমানীত হওয়ায় ০১ (এক) বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং (২) চান মিয়া ও (৩) (অপাঠ্য) বন্দেজ আলীকে তাদের বিরুদ্ধে আনীত উল্লেখিত আইনের

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৩ ধারার অপরাধ প্রমানিত হওয়ায় প্রত্যেককে ০১ (এক) বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দিলাম। স্বহস্তে লিখিত এই রায় অদ্য ১৬.০৫.১৯৯৪ ইং তারিখে ফৌঃ কাঃ বিঃ ২৪৫(২) ধারা মতে প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণা করা হলো। পলাতক উল্লেখিত আসামীগণ মোকদ্দমার আদালতে হাজির হওয়ার তারিখ থেকে কিংবা পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে আদালতে সোপর্দ হওয়ার থেকে এই দন্ডাদেশ কার্যকারী হবে। *স্বা/- অস্পস্ট* *১৬.০৫.১৯৯৪* *মোঃ মিজানুর রহমান* *১ম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট* *কালেক্টরেট, ময়মনসিংহ।* **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৩য় আদালত, ময়মনসিংহ কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-৪০/১৯৯৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজি ০৪.০৭.১৯৯৫ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলঃ** *"This criminal appeal preferred by the convict-appellants, arises out of the judgment and order of conviction passed by Mr. Mizanur Rahman, Magistrate, First Class, Mymensingh, in the C.R. Case No. 16 of 1993 under Section 4/3 of the Dowry Prohibitions Act. 1980, thereby convicting the accused Suruj Ali Under Section 4 of the said Act, sentencing him to suffer rigorous imprisonment for 1 (one) year, and the other two accused persons Chand Miah and Bandez Ali Under Section 3 of the said Act, sentencing each to suffer rigorous imprisonment for 01 (one) year.* *Now being aggrieved and dissatisfied by such judgment and order of conviction, the convict-appellants Chand Miah and Bondez Ali have preferred this appeal. The other convict Suruj Ali has filed no appeal.* *Now, grounds as preferred in this appeal amongst others are as below:-* *That, the learned Court below illegally sentenced the accused persons.* *1. That the learned court below arred both in law and facts.*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		2. *That, the learned court below did not allow reasonable time to the appellants to appear and contest the case after rejection of criminal revision No. 228/93 filed by the appellants against the order of charge.* 3. *That, the learned court below ought to have considered the fact that the appellants are brother and father of the husband respondent, living in separate mess, and that they have got no interest in demanding dowry as alleged.* *Now, the prosecution case briefly stated is that, the complainant Mst. Monowara Begum was married to the accused Suruj Ali 10 years back as per provisions of the Muslim marriage law.* *That at the time of marriage the accused Suruj Ali, his brother Chand Miah, and father Bondez Ali demanded a dowry of Tk. 10,000/- to the guardian of the complainant Most. Monowara Begum.* *That, complainant's parents being poor. They expressed their incapability to pay such dowry, but the accused persons going to dissolve the marriage unless such amount be paid. The former (complaint's guardians) promised to pay such dowry late on, and on such assurance the marriage was solemnized.* *That, soon after such marriage the accused persons demanded the promised dowry from the bride's guardian and began to torture upon the complainant.* *That, the accused Suruj Ali during continuance of such marriage also married a second wife without the consent of the complainant.* *Further prosecution is that, the guardian of the complainant having failed to give such dowry, the accused as ordered by the other accused persons, sent the complainant to her father's residence, and then again demanded such dowry.* *That on, 22.11.1993. the accused Suruj Ali, Chand Miah and Bendez Ali all coming to the house of complainant's father, agains demanded said dowry, and threatened that the complainant be divorced if the dowry of Tk. 10,000/- is not paid within 7 days.* *Now, on such allegations a complaint being lodged with the larned Thana Magistrate, Phulbaria, Mymensingh, the letter*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		framed charge against the accused Suruj Ali Under Section 4 and against the other accused persons Chand Miah and Bandez Ali under section 3 of Dowry Prohibition Act, 1980. *Now, after framing of charge since the accused persons absconded, so the learned court below proceeded against them under the provisions of Section 339B(2) Cr. P.C. and trial them inabsentia.* *Now, the learned court below on trial found the accused Suruj ali guilty under section 4 of the Dowry Prohibition Act 1980 for demanding dowry and the other 2 accused persons Chand Miah and Bandez Ali guilty under section 3 of the said Act for assisting the accused Suruj Ali in realising such dowry, and sentenced them as above.* *Now, since the accused persons were absconding, so the defence case has not been set out.* *Now, let us see whether the appeal is sustainable in law.* ***Findings and decision with reasons.*** *In deciding this appeal we have to see into mainly two questions, first whether the accused persons got sufficient opportunity to defend themselves and secondly, whether evidence on record proves the accused appellants guilty of the offence convicted for.* *Now, let us discuss of first question. The learned lawyer for the convict appellants asserted that the accused persons get no sufficient opportunity to defend themselves as they were tried inabsentia.* *Now, the lower court record shows that charge was framed against the accused persons on 25.07.93, when they were very much present before the court.* *Lower court record further shows that on a revision filed by the present accused appellants. The proceeding in the instant case was stayed by the learned Sessions Judge (vide lower court order No. 16).* *Now, the lower court record vide order No. 17 dated 7.3.1994 shows that after decision of the aforesaid criminal revision the record came to the learned court below, who accordingly informed both the parties and fixed 22.3.1994 for appearance of the accused persons, on which date the learned lawyer for the accused persons prayed time for appearance of*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		the accused persons, which the learned court below granted with an order that if they accused be absent next date, they will be proceeded under section 339B (2) Cr. P.C and fixed 5.4.1994 for the accused persons. *Now, going through the order sheet of the learned court below it further appears that, on such dated (5.04.1994 order No. 19) the accused persons did not appear before the learned court below. Instead, on adjournment petition was filed on their behalf by their learned lawyer, but the learned court rejected such prayer and cancelled the bail of the accused persons and issued warrant of arrest against them, fixing 21.04.1994 for return.* *Now, on 21.04.1994 the accused persons also being absent, the learned court below proceeded to try the accused persons under section 339B(2) Cr. P.C (vide order No. 20) and also examined 3 witnesses present before the court and concluded the trial since no other witnesses was there.* *Now, from the lower court record it is very much clear that on the day the charge was framed against the accused persons, they were much present before the court.* *And it further appears, the accused persons filed the criminal revision being No. 228/93 against such order of framing of charge. And it further appears that the revision was decided in due time and after decision the record came to the learned court below. It informed both the parties, whereupon the duly appointed lawyers of both the parties took notice of it.* *And it further appears that, the learned lawyer for the accused persons also prayed time on 22.03.1994 vide order No. 18) for appearance of the accused persons, and the court though fixed 05.04.1994 for their appearance, yet they did not appear whereupon the learned court below fixed 21.04.1994 for trial in absence of the accused persons, and examined some witnesses present on that day.* *Therefore, it would be very much clear from the above discussion that the accused persons were in full know of the result of the revision. Since they themselves filed it, and also that their lawyer were informed of the next date for trial, and that the court though granted sufficient time for appearance (of accused persons) yet they did not appear when the court bound*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		to try the accused persons inabsentia as per provisions of section 339(2) Cr. P.C. *It is evident that the accused persons very willfully evaded the trial remaining absconding.* *And in view of above discussion it is clear that the accused persons got sufficient time and opportunity to defend themselves as which they willfully avoided.* *Therefore, the defence plea that the accused persons got no opportunity to defend themselves, is quite immaterial. Rather it appears that they defied the court, and there is nothing to say that the court did not give them any opportunity to defend themselves. Now, let us discuss the accused question whether the accused appellant have rightly been convicted.* *The prosecution case what appears is that the convict appellants Chand Miah and Md. Bandez Ali, respectively brother and father of the accused Suruj Ali, demanded a dowry of Tk. 10,000/- just at the time of marriage which bride's (complainant mst. Monowara Begum) father having failed to pay at that amount, the marriage of the complainant was going to be dissolved when complainants guardians assured to pay such dowry later on, and on such condition the marriage of the complainant was solemnized with the accused Suruj Ali, and the accused persons were demanding the proposed dowry soon after such marriage.* *Further that, complainant's guardians failing to pay such dowry as assured the accused, the accused persons were torturing upon the complainant and lastly drove her away to her father's residence, and thereafter the accused persons having gone to the house of complainant's father demanded again such dowry threatening that the complainant be divorced if the dowry is not given within 7 days, when the complainant was constrained to file the instant case.* *Therefore, the fact the complainant has been chased away to her father's residence, prima facie shows that the accused persons drove her away for not getting the dowry.* *Further, the lower court record shows that, all the 3 witnesses the prosecution examined corroborated the fact that the accused persons coming to the house of complainant's father also demanded such dowry. The P.W. 1 Monowara*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		Begum in her deposition stated that since her father failed to pay the assured dowry, her husband Suruj Ali assisted by his (Suruj Ali) brother and father, would very often torture upon her, and lastly on Magh 9, 1399 B.S. drove her away to her father's residence, and on the next day the said accused persons coming to the house of her father again demanded Tk. 10000/- threatening that, she (complainant) be divorced if not dowry is paid. *The complainant has been corroborated by one Osim Uddin Sarker (PW-2) who deposed that at the time of marriage the accused persons demanded such dowry, and complainant's father refusing to pay the dowry, the accused persons were about to desolve the marriage, when complainant's father having no other alternative assured to pay it, and an such assurance the marriage was solemnized.* *his witness what further deposed it that, the complainant was chased away to her father's residence for non-fulfillment of such dowry and the accused Suruj, Chand Miah and Bondez Ali coming to the house of complainant's father demanded Tk.. 10,000/- within 7 days, the dowry which he promised to pay.* *Now, in the like manner the P.W. 3 Labu Miah, complainant's brother also corroborated the fact that at the time of marriage the accused persons demanded such dowry and that the complainant was being tortured upon for non-fulfillment of the demand.* *This witness further deposed that after chasing away the complainant, the accused Suruj Ali, Chand Miah and Bandez Ali came to their house and demanded money again and threatened to divorce the complainant if such amount is not paid within 7 days.* *Now, from the above discussion it appears that the convict appellants Chand Miah and Bondez Ali along with the accused Suruj Ali demanded such dowry and later on all the 3 accused persons were torturing upon her.* *And it further appears that, the convict-appellants Chand Miah and Bondez Ali assisted the accused Suruj Ali in realising such dowry from the father of the complainant and the facts and circumstances go to say that, there is nothing to dis-believe the aforesaid witnesses who all stated that the convict*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

appellants did the mischief as alleged against them. Appellants argument that they live separate mess and had got no interest with the accused Suruj Ali is no ground for reasons that, living in separate mess does not indicate that they have got no mutual interest. Hence this plea is not acceptable.

Therefore, if the leaned court below has found the convict appellant Bondez Ali and Chand Miah guilty of the offence of assisting the accused Suruj Ali in realising the dowry, and if it has convicted and sentenced the present convict-appellants under section 3 of the Dowry Prohibition Act, 1980 has committed no illegality, and I find nothing to interfere with the decision it reached. In the result the appeal fails.

Hence,

Ordered

That the criminal appeal be dismissed on contest. And it is further ordered that, the judgment and order of conviction the learned court below passed, is hereby upheld. And it is further ordered that, the convict appellants Chand Miah and Bondez Ali be hereby directed to surrender before the learned court below to suffer the sentence as awarded.

Send back the lower court record at once along with a copy of judgment of this appeal.

Dictated and corrected by me.

Sd/- illegible
04.07.95
(Tapan KumarRudra)
Additional Sessions Judge
Third Court, Mymensingh.

Sd/- illegible
04.07.95
(Tapan KumarRudra)
Additional Sessions Judge
Third Court, Mymensingh.

প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগন পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। উভয় আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক এবং আপীল আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র রুলটি খারিজযোগ্য।

অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী রিভিশনটি খারিজ করা হলো।

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ৩য় আদালত, ময়মনসিংহ কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মামলা নং-৪০/১৯৯৪-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৪.০৭.৯৫ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হলো।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-দরখাস্তকারীদ্বয়কে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীদেরকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।